132

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 08 AUG 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৭ .....

ঢাঃ বিঃ পরিস্থিতির আরো অবনতি

গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভিতরে ঢুকে ছাত্র লীগের কর্মী সভা ঃ ভাঙচুর প্রতিবাদে ছাত্র দলের মিছিল সমাবেশ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটছে। মুজিববাদী ছাত্র লীগের কর্মীরা গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংসদ কক্ষের তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে কর্মীসভা করে। তারা কক্ষে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টাঙ্গিয়ে দেয়। পরে তারা ইনস্টিটিউটের ক্যান্টিন ভাঙচুর করে। জাতীয়তাবাদী ছাত্র

১১-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

ঢাঃ বিঃ পরিস্থিতির আরো অবনতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দল ঘটনার প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাম্পাসে মিছিল সমাবেশ করে। ছাত্র দল এ ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংসদে পূর্ণ প্যানেলে বিজয়ী। এদিকে সূর্যসেন হল পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। সেখানে থমথমে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ছাত্র লীগ হল প্রভোস্ট প্রফেসর ইউসুফ হায়দারের পদত্যাগের দাবীতে হলে পোস্টার লাগিয়েছে। হলের প্রভোস্ট অফিসের দরজায় লাগানো এমন একটি পোস্টার ছিঁড়ে ফেলাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র লীগ নেতারা বলেছেন, ছাত্র দল কর্মীরা ছাত্র লীগের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। অপর দিকে ছাত্র দল নেতারা বলেছেন, ছাত্র দল কর্মীরা ছাত্র লীগের পোস্টার ছিঁড়েনি। বরং ভিসি প্রফেসর এ কে আজাদ চৌধুরীই গত বুধবার রাতে বলেছেন, তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন পোস্টারিং চলবে না। সূর্যসেন হলের প্রভোস্টের বিরুদ্ধে যে পোস্টার লাগানো হয়েছে

তিনি নিজেই তা সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করবেন। ছাত্র লীগের অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর নূরুন্নবী গতকাল সূর্যসেন হল পরিদর্শন করেন।

এদিকে সূর্যসেন হলে ২০ জন ছাত্রদল কর্মীকে রাখা এবং সরিয়ে দেয়ার ছাত্রদল-ছাত্র লীগের পরস্পরবিরোধী দাবীর ব্যাপারে ভিসি গতকাল পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত দেননি। ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।

গতকাল বেলা ১১টায় ছাত্র লীগ নেতা-কর্মীরা শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে কর্মী সভা করতে যায়। তারা কর্মচারীদের ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংসদ কক্ষ খুলে দিতে বলে। এতে তারা অপারগতা প্রকাশ করলে ছাত্র লীগ কর্মীরা কক্ষের তালা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করে আসবাবপত্র তছনছ করে। তারা কক্ষে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টাঙ্গিয়ে দেয়। তারা ইনস্টিটিউটের ক্যান্টিন ও লাইব্রেরী বন্ধ করে দেয়। তাদের কর্মী সভা চলাকালে ইনস্টিটিউট ছাত্র সংসদের জিএস ফরিদ উদ্দীন তরুণ ইনস্টিটিউটে গিয়ে বন্ধ ক্যান্টিন খুলতে বলেন। খোলার পর ছাত্র-ছাত্রীরা সেখানে চা-নাস্তা করার সময় ছাত্র লীগ কর্মীরা সেখানে চড়াও হয়। তারা ক্যান্টিনের দরজা-জানালা, আসবাবপত্র, কাপ-পিরিচ ভাংচুর করে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদল তাৎক্ষণিকভাবে ক্যাম্পাসে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি কলাভবন এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশে মিলিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের আহবায়ক নাসিরুদ্দীন আহমেদ অসীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক সাহাবুদ্দীন লাল্টু, কেন্দ্রীয় নেতা মনির হোসেন, এসএম নূরুজ্জামান, বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহবায়ক সেলিমুজ্জামান সেলিম, আবদুল আউয়াল খান, জয়ন্ত কুন্ডু, ফরিদ উদ্দীন তরুণ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সাহাবুদ্দীন লাল্টু বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কোন সন্তান এ দেশে লেখাপড়া করেনি।

প্রধানমন্ত্রীর নাতনী জন্মগ্রহণ করেছে বিদেশের মাটিতে। নিজের পরিবার-পরিজন নিয়ে ব্যস্ত প্রধানমন্ত্রীর এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তাই সুপরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়ে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পাঁয়তারা চলছে। সচেতন ছাত্রসমাজ জীবনের বিনিময়ে হলেও এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করবে।

নাসিরুদ্দীন আহমেদ অসীম বলেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তি এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে '৭২-৭৫-এ 'র'-এর মাধ্যমে দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের তান্ডব সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করে কিন্তু আগস্টের পট পরিবর্তনের পর তাদের সেই চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। 'র'-এর সহযোগিতায় হাছিনা সরকার ক্ষমতায় আসার পর আধিপত্যবাদী শক্তি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এ কারণেই এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে 'র'-এর চক্রান্তে দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোতে নারকীয় সন্ত্রাস লেলিয়ে দিয়েছে, ছাত্র লীগের অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হল দখলের সর্বনাশা খেলায় মেতে উঠেছে। তিনি বলেন, এরই ধারাবাহিকতায় আজ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিশেষজ্ঞ তৈরীর কারখানা শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে নারকীয় হামলা ও তান্ডব সৃষ্টি করা হয়েছে।

মনির হোসেন বলেন, পেশীশক্তি ও বহিরাগত অস্ত্রধারী দিয়ে হামলা করে ছাত্রদলের নির্বাচিত ছাত্রসংসদ কক্ষে শেখ মুজিবের ছবি টাঙ্গিয়ে মুজিববাদী ছাত্র লীগ যে নজির সৃষ্টি করেছে তার জবাব ছাত্র লীগকে অবশ্যই ছাত্র সমাজের কাছে দিতে হবে।